দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 APR 2016
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৬

প্রতিবেদন

বৃটেনের গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারীদের জন্য শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ এক-তৃতীয়াংশ কমানো সম্ভব। জানাচ্ছেন **মোবাশ্বেরা জাহান ফাতিমা**

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে গার্ডিয়ান

নারী শিক্ষাই বাল্যবিবাহ কমাতে পারে

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে বাল্যবিবাহের হারে বাংলাদেশ চতুর্থ। আর ১৫ বছর বয়সের নীচের মেয়েদের বিয়েকে বিবেচনায় নিলে ভারতের পরেই দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বাল্যবিবাহের শিকার বিপুলসংখ্যক মেয়ের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব যদি তাদের জন্য শিক্ষা বা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আন্তর্জাতিক অলাভজনক বেসরকারি সংস্থা পপুলেশন কাউন্সিলের অধীনে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর লাইফ স্কিলস, ইনকাম অ্যান্ড নলেজ ফর অ্যাডোলোসেন্ট (বালিকা) প্রকল্প পরিচালনা করেছে এই গবেষণা। বাল্যবিবাহ রোধ করতে কী ধরনের পদক্ষেপ কার্যকরী, তা নিয়েই মূলত গবেষণাটি পরিচালিত হয়।

খুলনা, সাতক্ষীরা ও নড়াইল- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এই তিন জেলার ৭২টি গোষ্ঠীর নয় হাজারেরও বেশি মেয়ে অংশ নেয় এতে। তাদের সবারই বয়স ছিল ১২ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে এসব মেয়ের প্রত্যেককে তিন ধরনের মধ্য থেকে যেকোনো এক ধরনের সেবা দেয়া হয়।

এই সেবাগুলো হলো-গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষা অথবা মেয়েদের অধিকার, বিশ্লেষণী চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা চাকরি-নির্ভর প্রশিক্ষণ। এই ৭২টি গোষ্ঠীর বাইরে ওই তিন জেলারই আরও ২৪টি গোষ্ঠীর সমবয়সী মেয়েদের উল্লিখিত কোনো সেবা না দিয়েও পর্যবেক্ষণে রাখা হয় তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য। এদের বলা হয় কন্ট্রোল গ্রুপ।

এই গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় বালিকা প্রকল্প থেকে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ পাওয়া মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহ কমেছে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে। এর মধ্যে শিক্ষা বা জীবনঘনিষ্ঠ প্রশিক্ষণ পাওয়া মেয়েদের বিয়ের প্রবণতা কমেছে ৩১ শতাংশ এবং চাকরির প্রশিক্ষণ পাওয়াদের মধ্যে বিয়ের প্রবণতা কমেছে ২৩ শতাংশ।

গবেষণার প্রধান গবেষক সাজেদা আমিন বলেন, 'বাল্যবিবাহ কমাতে হলে বাস্তবসম্মতভাবে কী করতে হবে, তা প্রথমবারের মতো উঠে এসেছে এই গবেষণায়। এখন আমাদের হাতে একটি নয়, তিনটি পথ খোলা আছে যার প্রতিটিই কার্যকর বলে প্রমাণিত। এই গবেষণায় এটা স্পষ্ট, মেয়েদের নিরাপদ রাখার পাশাপাশি জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়িয়ে পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করে এমন কোনো কর্মসূচি বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমাতে সক্ষম।'

তিনি আরও বলেন, 'বাল্যবিবাহের হার কার্যকরভাবে কমাতে চাইলে এই তিন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যার মাধ্যমে পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যে মেয়েদের ক্ষমতায়ন ঘটে এবং তাদের বোঝা হিসেবে না দেখে সম্পদ হিসেবে দেখা হয়।' গবেষণা পরিচালনাকারী সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়, মেয়েদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের গোষ্ঠীগত সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে হবে।

গবেষণায় অংশ নেয়া গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ৩৪টি গোষ্ঠী গবেষণার পরেও তাদের মেয়েদের জন্য একই ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। এর মধ্যে একটি এলাকায় স্থানীয় সরকারের পক্ষ থেকেও নারী ও মেয়েদের জন্য ১০ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এটাকে উন্নতির লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন সাজেদা আমিন। তবে শিক্ষা বা অন্যান্য খাতে উন্নতির ছোঁয়া লাগলেও গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহের অবস্থা অপরিবর্তিত বলে জানান তিনি।

সাজেদা আমিন ২০১৪ সালে লন্ডনের গার্ল সামিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের উল্লেখ করেন। ওই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের চেয়ে কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার শূন্যতে নামিয়ে আনবেন। একই সময়ে ১৫ থেকে ১৮ বছরের মেয়েদের বিয়ের হার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি কমানোর ঘোষণা দেন তিনি। ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে বাল্যবিবাহমুক্ত করার লক্ষ্যের কথা প্রধানমন্ত্রী জানান ওই সম্মেলনে। তবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ গত বছরের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত কাজ করছে না সরকার।